فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأُمُّ الْحَسَنَيْنِ ﷺ
-এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা

নবী দুহিতা ও হাসানাইনের জননী

আব্দুস সাত্তার আশ-শায়খ

◆

অনুবাদ

মাওলানা মঈনুদ্দীন তাওহীদ

সম্পাদনা

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
adamalibd@yahoo.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : ২৫ রবিউস সানি ১৪৪১ / ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94322-2-7

মূল্য : ৳ ৫০০.০০ (পাঁচ শত টাকা)

USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com

প্রকাশকের কথা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগই ছিল ইসলামের সৌন্দর্য ও পূর্ণতার চূড়ায়িত-কাল। সময়ের প্রবাহে এখন আমরা কেবলই নিচের দিকে নামছি। দুনিয়ার মোহ আমাদের যেমন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তেমনি ইসলামের অতীত ইতিহাস সম্পর্কেও উদাসীন করে রেখেছে। অথচ সচেতন মুসলমানদের ইসলামের সেই স্বর্ণযুগ ও গৌরবময় স্মৃতি প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। তারা সেই সোনালী যুগে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, আশা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন এ আশা বাস্তবায়নের অন্যতম এক মাধ্যম। তাদের আদর্শে উজ্জীবিত হতে পারলেই সত্যিকার মুসলিম হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা সম্ভব এবং তখন দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতাও ইসলামের প্রথম যুগের মতোই আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে উঠবে। এ লক্ষ্যেই ইসলামের এক মহীয়সী নারী-চরিত্র এখানে বর্ণনা করা হয়েছে—যা পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্যই সমানভাবে অনুসরণীয়।

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা—সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কন্যা এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী। তিনি এমন একজন আদর্শ নারী—যার সমতুল্য সৌভাগ্যের অধিকারী কোনো রমণী আগেও যেমন পৃথিবীতে ছিল না, পরেও আর আগমনের কোনো সুযোগ নেই। তবে তিনি একজন মানুষ ছিলেন—কোনো ঐশ্বরিক অবতার ছিলেন না। নবীকন্যা হিসেবে তিনি ছিলেন মুমিনদের জন্য আদর্শ, এ উম্মতের জন্য এক অবিস্মরণীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তবে কিছুতেই সেটি তাকে এমন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে না—যা তাকে মানবীয় সত্তার বাইরে নিয়ে যায় এবং তাকে পূজনীয় করে তোলে। মুসলমান নামে এক শ্রেণির মানুষ তাকে সে পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং তার

নামে নানা গল্প-গুজব ও মিথ্যা ইতিহাস বর্ণনা করেছে। এ থেকে উত্তরণ, নিজের আকীদা-বিশ্বাস সঠিক করা এবং ইসলামের শ্বাশত সত্য-সুন্দর ও শান্তিময় পথে জীবনকে পরিচালিত করার জন্য তার জীবনী পড়া আবশ্যক। এ গ্রন্থে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার যাপিত জীবনের পাশাপাশি তার সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন মিথ্যা বর্ণনা ও অপবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। সম্ভবত এ অসাধারণ গ্রন্থটি পাঠ না করে থাকলে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসই আপনার অজানা থেকে যাবে।

এ লক্ষ্যেই আমাদের বর্তমান আয়োজন আরবী ভাষায় বিখ্যাত গ্রন্থ *ফাতিমাতুয যাহরা বিনতু রাসূলিল্লাহ ওয়া উম্মুল হাসানাইন রা.*-এর অনুদিত রূপ *জীবন ও কর্ম : ফাতিমা রা.*। কিতাবটির মূল রচয়িতা প্রসিদ্ধ সীরাত-বিশেষজ্ঞ আল্লামা আব্দুস সাত্তার আশ-শায়খ হাফিযাহুল্লাহ। এটি তার অনন্য কীর্তি। কিতাবটি বাংলাভাষীদের জন্য অনুবাদ করেছেন বর্তমান সময়ের তরুণ ও সাহসী অনুবাদক মাওলানা মঈনুদ্দীন তাওহীদ। ইতোমধ্যে তার অনূদিত সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর একটি গ্রন্থ, *তোমাকেই বলছি হে আরব*, মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমরা আশা করি, তথ্যসমৃদ্ধ ও সহজবোধ্য ভাষায় অনূদিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ, কাল-পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ অনুবাদ কবুল করুন। যারা গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর অসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

২৩ ডিসেম্বর ২০১৯

অনুবাদকের কথা

মানুষের জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে যে সৌভাগ্যগুলো চলে আসে, এ বইয়ের অনুবাদ-কর্মও আমার জীবনে তেমন একটি আকস্মাৎ উদিত হওয়া সৌভাগ্য-সেতারা। আমি জানি না কীভাবে আল্লাহর এই অপার কৃপার শুকরিয়া আদায় করব! তবে হৃদয়ের সকল একাত্মতা নিয়ে তাঁরই দেওয়া জবানে শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ!

একটি তিক্ত সত্য কথা জনসমক্ষে চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছা করে—আমরা বিশ্ব নবীর উম্মত; কিন্তু তার সাহাবী আর আহলে বাইতকে নিয়ে তেমন কিছুই জানি না। যতটুকু জানি, তা আবার পরিপূর্ণভাবে নির্ভুলও নয়। এ আমাদের লজ্জা, ধ্বংসের অশনি সংকেত!

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা—নবী তনয়া; রাসূলের আদরের দুলালী—তার দেহের অংশ; হাসান-হুসাইনের মমতাময়ী জননী। তাকে নিয়ে আমরা যতটুকু জানি তার বেশিরভাগই মুখে মুখে চর্চিত ইতিহাস। শিয়া-রাফেযীর বানানো কল্পকথা—যা জনশ্রুতি হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উগরে চলছে। ভৌগলিক কারণে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষভাবে শিয়া আর রাফেযীদের দৌরাত্ম হয়তো কিছুটা কম। কিন্তু সহস্র শতাব্দি থেকে তাদের ছড়ানো মিথ্যা এখনো বিষবাষ্প হয়ে ছড়িয়ে আছে এ দেশের সরলমনা মুসলমানদের বিশ্বাস ও মননে।

আমি দৃঢ়-বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সায়্যিদা ফাতিমাতুয যাহরা, আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ছড়ানো মিথ্যা গল্পের মুলোৎপাটন করে সঠিক ও সত্য জানার নতুন দিক উন্মোচন করবে। আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে সুন্দর ও সত্যের নতুন দিগন্ত। গ্রন্থটির কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হলো :

- ✓ এটি একটি জীবনালেখ্য হওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী। পাঠক এখানে দুধরনের স্বাদই পাবেন ইনশাআল্লাহ।
- ✓ পঠনের সুবিধার্থে সকল হাদীসের আরবি ইবারত দেওয়া হয়নি; শুধু তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় যেগুলো প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেগুলোর আরবি ইবরাত দেওয়া হয়েছে।
- ✓ সপ্তম অধ্যায়সহ বেশ কিছু পরিচ্ছদের বর্ণনাভঙ্গি বিশ্লেষণাত্মক। আমি সেই আলোচনাগুলো লেখকের দৃষ্টিকোণকে বহাল রেখেই অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি।
- ✓ অনুবাদ সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি। তবে এতে লেখকের কোনো শব্দ ও ভাবকে এড়িয়ে যাওয়া হয়নি।
- ✓ গ্রন্থটির শেষে মূল লেখকের পক্ষ থেকেই একটি দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে—যা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য খুবই উপকারী হবে বলে আশা রাখি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির প্রকাশক মাকতাবাতুল ফুরকানের স্বত্ত্বাধিকারী প্রিয়তমেষু কমান্ডার (অব.) মুহাম্মাদ আদম আলী দামাত বারাকাতুহুম। সশ্রদ্ধ ভালোবাসার একটি নাম। কতভাবে, কত নিবিড় দিশা দিয়ে যে তিনি আমাকে হাত ধরে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, আমার শব্দভান্ডার তা ব্যক্ত করতে অক্ষম। কিছু ভালোবাসা আর অভিব্যক্তি না বলাই থাকুক! আল্লাহ তাকে কবুল করুন।

পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আমার যথাসাধ্য চেষ্টার পরও ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। যার দৃষ্টিতে যে-ভুলই ধরা পড়ুক, অনুগ্রহ করে জানাবেন! আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই গ্রন্থ থেকে উপকার লাভের তাওফীক দান করুন। এই বইকে আমার জন্য ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের অসিলা বানান! আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মঈনুদ্দীন তাওহীদ
তাখাসসুস ফিল ফিকহ
জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।
রবিউস সানি ১৪৪১ / ডিসেম্বর ২০১৯

উৎসর্গ

আমার অর্ধাঙ্গিনী উম্মে হুযাইফা, আমার কন্যা— আলা, আসমা, লুবাবা, আরওয়া, রাযান ও লাজীনের প্রতি...

প্রতিটি মেয়ে, স্ত্রী ও মায়ের সমীপে...

ইসলামের দিকে আহ্বানকারী, প্রজন্ম ও জীবন সংসারের তারবিয়াতে নিয়োজিত আত্মত্যাগী প্রতিটি বিদুষী নারীর চরণে...

ওইসব রমনীর স্মরণে, যাদের কখনো জান-মাল ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। যারা শত বিপদেও ধৈর্য ধরেছেন, অল্পে তুষ্ট থেকেছেন...

তাদের সকলের তরে উৎসর্গ করা হলো ফাতিমাতুয যাহরার এই জীবনীগ্রন্থ। তিনি যাতে তাদের সকলের জীবনের এই দীর্ঘ পথচলায় দিশারী হতে পারেন।

▶ আব্দুস সাত্তার

আমাদের সবার ঘরে আসুক এমন মহীয়সী নারীর মতো কেউ...
লাবীব, মুআয ইবনে ইমরান, মুআয ইবনে আদম, আমি ও আমরা সবাই যেন হতে পারি রাসূল সা.-এর আদর্শ অনুসারী...

▶ অনুবাদক

সূচিপত্র

তিনি জান্নাতের নেত্রী ১৩
অবতরণিকা ১৫

প্রথম অধ্যায় : নাম, বংশ, উপনাম, উপাধি, জন্ম ও পরিবার
১। নাম, বংশ, উপনাম ও উপাধি ২৬
২। পিতা-মাতা ২৯
৩। জন্ম ও পরিবার ৩৪
৪। স্বামী ও সন্তানাদি ৩৮
৫। ভাই-বোন ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : মক্কার জীবন ও হিজরত
১। শৈশব ও পরিবেশ-পরিস্থিতি ৫২
২। ইসলামের শুরুতে বৈরি পরিবেশের অভিজ্ঞতা ৫৫
৩ হিজরত ৬১
৪। মদীনায় নতুন জীবন ৬৩
৫। রাসূল সা.-এর ভালোবাসা ও যত্ন ৬৯

তৃতীয় অধ্যায় : বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন
১। বিয়ের প্রস্তাব ৭২
২। বিয়ের প্রথম দিনগুলো ৮৬
৩। সংযম, অনাড়ম্বতা, পরিশ্রম ও ইবাদত ৯৪
৪। নবুওয়াতী মহান তারবিয়াত ও নিবিড় পরিচর্যা ১০৭
৫। সংসার-জীবন ১২২
৬। বানোয়াট ও জাল হাদীস, অপরিণামদর্শী ভ্রান্ত বক্তব্য ১৩৮

চতুর্থ অধ্যায় : চরিত্র ও ইবাদত
ভূমিকা ১৪৬
১। চরিত্র মাধুরী ১৫০
২। ইবাদত, যিকির ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ১৬১

পঞ্চম অধ্যায় : ইলম ও কল্পিত মাসহাফ
১। ইলম ১৬৫
২। ফাতিমা রা.-এর মাসহাফ ও লাওহ ১৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : কৃতিত্ব ও মর্যাদা
১। ফাতিমা রা.-এর ব্যক্তিত্ব ১৮৩
২। নবীজীর নিকট ফাতিমা রা.-এর অবস্থান ১৯০
৩। উম্মতের মধ্যে ফাতিমা রা.-এর অবস্থান ১৯৪

সপ্তম অধ্যায় : আহলে বাইত
১। আহলে বাইতের মর্যাদায় বর্ণিত রেওয়ায়াত ১৯৯
২। কিছু সমীক্ষা ও ব্যাখ্যা ২০৮
৩। ফাতিমা রা. ও আহলে বাইতের মুহাব্বতে বাড়াবাড়ি ২২৮

অষ্টম অধ্যায় : রাসূল সা.-এর সঙ্গে শেষ দিনগুলো
১। সাহাবায়ে কেরাম ও ফাতিমা রা.-এর হৃদয়ে রাসূল সা. ২৪৪
২। নবীজীর মৃত্যুর লক্ষণ ও ফাতিমা রা.-এর অবগতি ২৪৭
৩। পিতার বিয়োগ-ব্যথা ২৪৯

নবম অধ্যায় : আবু বকর রা.-এর শাসনামলে ফাতিমা রা.
১। মিরাসুন্নবী সম্পর্কে মাসআলা ও হাদীসের সারকথা ২৫৫
২। আবু বকর রা.-এর সঙ্গে কথোপকথন ২৬২
৩। রাসূল সা.-এর মিরাস ও আবু বকর রা. ২৬৮
৪। আবু বকর রা.-এর সঙ্গে ঝগড়ার মিথ্যা অপবাদ ২৭৩
৫। রাফেযীদের মিথ্যা বর্ণনা ২৮০

নবম অধ্যায় : শেষ বিদায়
১। তুমিই আমার পরিজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম ২৮৮
২। বিদায়, গোসল ও খাটিয়া ২৯০
৩। ফাতিমা রা.-এর মৃত্যুতে আবু বকর রা.-এর অবস্থান ২৯৩
৪। বয়স, সমাধি ও ফাতিমার বিয়োগে মুসলমানদের ব্যথা ২৯৯

পরিশিষ্ট ৩০২
গ্রন্থপঞ্জি ৩০৬

তিনি জান্নাতের নেত্রী

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে মলিনতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে এমন পবিত্রতা দান করতে, যা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হবে। (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

‘জগতের শ্রেষ্ঠ নারী হচ্ছে মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ও ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া।’

‘ফাতিমা হচ্ছে আমার শরীরের অংশ। তার কাছে যা খারাপ লাগে আমার নিকটও তা খারাপ লাগে, যা তার জন্য কষ্টদায়ক, তা আমার জন্যও কষ্টদায়ক।’

‘ফাতিমা আমার দেহের অংশ। তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়; তাকে যা আনন্দিত করে, তা আমাকেও আনন্দিত করে। কেয়ামতের দিন বংশ ও আত্মীয়তা তিরোহিত হবে—কেবল আমার বংশ ও আত্মীয়তা ছাড়া।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি আমার ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পদ, পরিবার-পরিজন সব আল্লাহ, তার রাসূল ও তোমাদের খুশির জন্য উৎসর্গ করব, হে আহলে বাইত!’

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘ফাতিমা, আল্লাহর কসম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তোমার চেয়ে প্রিয় আমি আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহর কসম, তোমার পিতার পরে আমার কাছে তুমিই সবচেয়ে প্রিয়!’

আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এক ছাত্রকে বলেন, আমার ও ফাতিমার কাহিনী তোমাকে শুনাব? ফাতিমা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে এবং তার পরিবারের মধ্যে তার নিকট সবচেয়ে আদরের দুলালী। সে আমার স্ত্রী ছিল। আটা পিষতে পিষতে তার হাতে দাগ পড়ে যেত। আর মশক দিয়ে পানি আনতে আনতে তার ঘাড়ে দাগ হয়ে যেত। ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে তার কাপড় ধুলায় মলিন হয়ে যেত। চুলায় আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে তার পোশাক ময়লা হয়ে যেত। এসব কাজ করতে করতে সে শারীরিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনেক দাসদাসী বন্দী হয়ে এল। আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাও এবং তার কাছে একজন গৃহভৃত্য চাও, যা তোমাকে তোমার বর্তমান অসহনীয় ব্যস্ততা থেকে কিছুটা রক্ষা করবে। অগত্যা ফাতিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং সেখানে অনেক চাকর দেখতে পেল। কিন্তু সে কিছুই না চেয়ে ফিরে এল।’

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উঠা-বসা, আচার-অভ্যাস ও চালচলনের সাথে তার কন্যা ফাতিমার চেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি।’

মহাকবি ইকবাল বলেন—

ঈসার মাতৃত্বে ধন্য মারইয়াম, এতেই তার মান,
বহুকাল ধরে রয়েছে তার আলোচনা চলমান।
আর সৌভাগ্য উদিত হয় তিন উদয়াচল থেকে ফাতিমার কোলে
কে আছে মর্যাদায় তার ওপরে—তার মর্যাদা চির অম্লান।
কোনো সে মহান স্বামী তার, কাদের তিনি মাতা।
তাদের সবাই জগৎসেরা, তিনি রাসূলের প্রিয় দুহিতা—
তিনি সেই নবী মুস্তফার চোখের মণি—
যিনি প্রতীক্ষিতদের তরে পথের দিশারী; রহমাতুল্লিল আলামীন,
ইহলোক ও পরলোকে সকল আশার কেন্দ্রবিন্দু এবং যিনি তার প্রাণের ছোঁয়ায় ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়েছেন। তিনি জীর্ণকে পূনর্জীবন করেছেন দান। জীবনের ইতিহাসকে তিনিই সাজিয়েছেন নববধূর মতো নতুন সাজে।

প্রথম অধ্যায়

নাম, বংশ, উপনাম, উপাধি জন্ম ও পরিবার

১

নাম, বংশ, উপনাম ও উপাধি

নাম ও পবিত্র বংশধারা

ফাতিমা বিনতে আবিল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ আল কুরাশিয়্যাহ আল-হাশিমিয়্যাহ।

এ-পর্বে আমরা তার নামকরণের কারণ সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা তুলে ধরছি, যেগুলো জাল হাদীসের কিতাবে বিবৃত হয়েছে[১] :

কুলিনী তার *কাফি* নামক গ্রন্থে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আবু জাফর আল-বাকেরের উদ্ধৃতিতে বলেন : 'ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন জন্মগ্রহণ করেন আল্লাহ তাআলা এক ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন। সেই ফেরেশতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে তার নাম রাখলেন ফাতিমা।' এরপর আল্লাহ তাআলা সেই ফেরেশতার মাধ্যমে বললেন, 'আমি তোমাকে ইলমের শরাবে তৃপ্ত করব, তোমাকে রজঃস্রাব থেকে মুক্ত রাখব।' আবু জাফর বলেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা ফাতিমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিলেন ও মাসিক স্রাব থেকে মুক্ত রেখেছিলেন।'

ইবনে বাবাওইহ আল-কুম্মী যনি ইমামিয়া শিয়াদের নিকট সাদুক তথা মহা বিশ্বস্ত বলে পরিচিত। তিনি তার *বাবু নাওয়াদিরিল মাআনী* কিতাবে *মাআনীল আখবার* থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন :

> জাফরের সূত্রে আলী ইবনে যাইনুল আবেদীন থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আসমান যমীন সৃষ্টি করার পূর্বেই ফাতিমার নূর সৃষ্টি করা হয়েছে।...আসমানে তার নাম মানসূরা, আর যমীনে ফাতিমা।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১] *তানযীহুশ শারীআহ*, ১/৪১২-৪১৩।

জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে জিবরাঈল, আসমানে তার নাম মানসূরা আর যমীনে ফাতিমা কেন রাখা হয়েছে?' জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জবাবে বললেন, 'যমীনে তার নাম ফাতিমা রাখা হয়েছে; কারণ সে তার অনুসারীদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে।[২] আর তার শত্রুরা তার ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর আকাশে তিনি সাহায্যপ্রাপ্ত। একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ

আর সেদিন মুমিনরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে চান তাকেই সাহায্য করেন।

অর্থাৎ, এখানে সাহায্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফাতিমার সাহায্য তার অনুসারীদের জন্য।[৩]

উপনাম

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে 'উম্মে আবিহা' (পিতার আম্মু) নামে ডাকা হতো। জীবনীকারগণ এরকমই বর্ণনা করেছেন। তবে আমরা এর ব্যতিক্রমও কোথাও পাইনি।[৪]

পিতারা সাধারণত তাদের হৃদয়ে ছোট সন্তানের প্রতি ভিন্নরকম ভালোবাসা ও স্নেহ পোষণ করে থাকেন। রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার এই ছোট মেয়েকে খুব ভালোবাসতেন। অপরদিকে ফাতিমাও মমতায়ী মায়ের মতো তার পিতার পাশে থেকেছেন। তার সেবা করেছেন। তাকে চোখে-চোখে রেখেছেন। কুরাইশরা তাকে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করলে তিনি সেই ক্ষতের ওপর পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। উহুদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঘাতপ্রাপ্ত হলে তিনি তার ক্ষতের চিকিৎসা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম মুহূর্তে তিনিও তার ব্যথায় জর্জরিত হয়েছেন, বিষণ্ন শব্দমালায় তাকে ডেকেছেন। কখনো কাজে, কখনো বা কথায় তাকে সান্তনা দিয়েছেন। তার কষ্টে ঝরিয়েছেন বেদনার অশ্রু। তিনি একই সাথে যেমন তার মা ছিলেন—ছিলেন মেয়েও।

[২] প্রাগুক্ত।
[৩] *মাআনীল আখবার*, ৩৯৬-৩৯৭।
[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*,২/১১৯; *আল-ইসাবাহ*, ৪/৩৬৫; *সাবীলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, ১১/৪৭৬।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হয়তো গায়েব জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার এই মেয়ে অন্য সব মেয়ের পরে মারা যাবেন। তার মাধ্যমেই জারী হবে তার পবিত্র বংশধারা। যারা তার হেদায়াতের নূর ও রেসালাতের শিক্ষা নিয়ে চলমান থাকবেন। এ কারণেই হয়তো তিনি তার জবানে মেয়ের উপাধি দিয়েছেন 'উম্মে আবিহা'।[৫]

উপাধি

১। **যাহরা**। ইবনে হাজার এবং অন্যান্যরা এটি উল্লেখ করেছেন।[৬] 'যাহরা' শব্দটি আল-আযহার শব্দের স্ত্রীবাচক। আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিফাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি *আযহারুল লাউন* ছিলেন, অর্থাৎ ফর্সা, উজ্জ্বল ও আলোকিত নির্মল অবয়বের অধিকারী। 'যাহরা' শব্দের অর্থ স্ত্রীবাচক বিশেষণে ফর্সা, উজ্জ্বল ও আলোকিত নির্মল অবয়বের অধিকারিণী। এক্ষেত্রে তিনি তার পিতার মতোই উজ্জ্বল নানা সদগুণে বিভূষিতা ছিলেন।

২। **বাতুল**। বাতলুন শব্দের অর্থ কাটা, অতিক্রম করা, বর্জন করা। বলা হয় تبتل الى الله, অর্থাৎ একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। এর থেকেই বলা হয়, আলবাতুল মিনান নিসা—অর্থাৎ যারা পুরুষদের সংশ্রব মুক্ত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামেরও এই নাম ছিল। কারণ তিনি ছিলেন কুমারী। সুতরাং বাতুল শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহর জন্য নিবেদিতা নারী, কুমারী। এই শব্দের শাব্দিক অর্থ (কর্তন করা) ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

আহমদ বিন ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'ফাতিমাকে কেন বাতুল বলা হয়?' তিনি উত্তরে বললেন, 'কারণ তিনি ক্ষমা, মর্যাদা, দ্বীনদারী ও বংশমর্যাদায় তার যুগের ও গোটা উম্মতের সকল মহিলা থেকে আলাদা ছিলেন। (অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে তাদের সাথে তার বিভেদ ছিল।)'[৭]

[৫] *ফাতিমাতুয যাহরা*, ড. মুহাম্মাদ আবদাহ ইয়ামানী, ২৯।
[৬] *আল-ইসাবাহ*, ৪/৩৬৫; *তাহযীবুত তাহযীব*, ১২/৪৬৮।
[৭] লিসানুল আরব, ১১/৩২-৩৩।